বিশ্বাস ঘাতিনী

অরবিন্দ সিংহ

"ও যখন নিজ শিক্ষার সমস্ত আলিঙ্গনের দ্বারা আঙ্গুলগুলিকে সঞ্চালনের স্পর্শে জানলো,"এ বৃক্ষে ফল হোতে পারে, আবার নাও হতে পারে।" তখন আমার মন বৃক্ষ ঠোঁট নেড়ে বলছিল, তোমার গর্ভ নিঃস্ফলা।" তখনি মাথার মধ্যে কিলবিল করছিল আমার না হারাবার প্রতিজ্ঞা। এসে গেল এক সুযোগ। নিজের পেশার আভিজাত্যকে আরো সুদূর প্রসারিত করতে হলে, চাই পরদেশী শীল-মোহর। তাই যেতে হবে লণ্ডনে। মাত্র দেড় থেকে দু'বছরের জন্যে। তাই যাওয়ার সময় বললাম, "দাওনা এক টিউব তোমার সৃষ্টি সুধা। দেখিনা শেষ চেষ্টা করে। মন বলছে হবে।" আমার যাদুভরা চোখে চোখ রাখতে রাখতে ও বললো, "ঠিক আছে আমি দিয়ে যাচ্ছি। তুমি সময় মতো নিয়ে ওটা ধারণ করো।"

একমাসের পর চিঠিতে জানালাম, "তোমার গাছে ফুল এসেছে।" খুশীতে সে আত্মহারা হতো মোবাইলে। আবার তিন মাসের পর জানালাম, "ফল ধরে গেছে।" এগার মাসে লিখলাম, "ফল এখন আমার কোলে।" সে তখন চিঠিতে জানালো, "আমি এক মাসের মধ্যে আসছি।" ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল। কারণ আমার বুকে তখন সন্তান মুখ গুঁজে কাঁদে। আশ্চর্য! দিন দশেকের মধ্যে আমার বুকে মাতৃত্বের সমুদ্র যেন ঢেউ খেলে যায়।

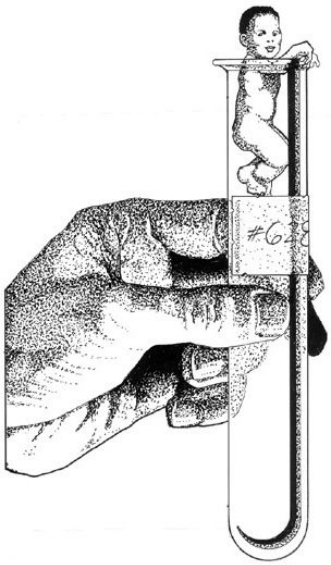

বিজ্ঞান হারের মালা পরে নত মস্তকে দাঁড়ায়। যাই হোক ও যখন এসে ছেলেটাকে আদর করতে করতে বলে, "সত্যি, আমি ভাবতেই পারিনি, তুমি এত তাড়াতাড়ি মাতৃত্ব পেয়ে যাবে।" পাশে তখন দাঁড়িয়েছিল বাড়ীর কাজের মাসি। চোখ দুটি তার সন্তানের চোখে স্থির। আমার গর্বের মুখটা তখন ন্যুয়ে পড়লো তার চরণ তলে। কারণ সেই আমার ফলের গাছ। তাই ছেলেটা যখন মা বলে ডাকে, তখন নিজেকে মনে হয়, আমি একটা বিশ্বাস ঘাতিনি।

অরবিন্দ সিংহ, কোলকাতা